# নজরবাজি

নারীময় মনোহর পরিবেশ বিশেষ করে যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং মনকে মুগ্ধ করবে -সেটাই স্বাভাবিক। চোখে-চোখে চোখাচোখি হয়ে প্রেমের ঝিলিক মারবে, দৃষ্টির কুহকে পড়ে মন চুরি হবে, নজর-বাণ মেরে একে অপরকে ঘায়েল করবে, নয়নের যাদু অপরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে -এটাই আমাদের পরিবেশের প্রকৃতি। কিন্তু হে সুনয়ন নবীন বন্ধু আমার! এই নজরবাজি হল তোমার জন্য বড় ফিতনার বিষয়। এই নজর কত ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় নামিয়েছে, কত আবেদের ইবাদত নষ্ট করেছে, কত হাকীমের হিকমত দিয়েছে হারিয়ে।

'নয়না এখানে যাদু জানে সখা, এক আঁখি-ইশারায়,
লক্ষ যুগের মহা-তপস্যা কোথায় উবিয়া যায়!'

দৃষ্টি হল হৃদয়ের আয়না। হৃদয়ে কামনার ছবি চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে। বান্দা দৃষ্টি অবনত করলে তার মন ও ইচ্ছা শান্ত ও সংযত থাকে। চোখের লাগাম ছেড়ে দিলে হৃদয়ের ডোরও লম্বা হয়ে ছাড়া যায়। বেগানা মহিলার উপর দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক ব্যাপার। মুসলিম যুবকের জন্য যা অস্বাভাবিক তা হল, দৃষ্টি ফিরিয়ে না নেওয়া অথবা বারবার দৃষ্টিপাত করা।

নারীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ হল একটি বীজ বপনের মত। মাটিতে ফেলার পর যদি তার প্রতি আর ভ্রূক্ষেপ না করা হয়, তাহলে অচিরেই তা শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ফেলার পর তার উপর পানি-সিঞ্চন দেওয়া হলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়, আকার নেয় বড় গাছের। অনুরূপ কোন সুবদনার উপর নজর পড়লে তা ফিরিয়ে নিয়ে মনের কোণে সে ছবিকে স্থান না দিলে তাতে কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু যদি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার সেই মুখশ্রীর প্রতি নজর দৌড়ানো হয়, তাহলে মনের জমিতে সেই নজর-বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয় অবৈধ প্রেমের চারাগাছ। এরপর আরো বারবার নজরের সেচ, ইশারা ও চোখ মারার খোঁড়, মুচকি হাসির সার ইত্যাদি দিয়ে যত্ন নিলে ধীরে-ধীরে বেড়ে ওঠে সেই গাছ। তখন তার শিকড় মোটা ও শক্তিশালী হলে মনের পলস্তরা করা মেঝে ও দেওয়াল ফাটিয়ে তোলে।

এ জন্যই সমাজ-বিজ্ঞানী নবী ﷺ বলেন, "একবার নজর পড়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখো না। প্রথমবারের (অনিচ্ছাকৃত) নজর তোমার জন্য বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয়বারের নজর বৈধ নয়। *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৭৯৫৩ নং)*

হযরত জারীর (রাঃ) আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'কোন মহিলার উপর আমার আচমকা নজর পড়ে গেলে আমি কি করব?' তিনি বললেন, "তোমার নজর ফিরিয়ে নাও।" *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ১০১৪ নং)* বলা বাহুল্য এ কারণেই মহিলাদেরকে বেগানার সামনে নিজের চেহারা গোপন করতে আদেশ করা হয়েছে। যাতে এক হাতে তালি না বাজে এবং বাঁশ না থাকার ফলে বাঁশরী বাজার কোন আশঙ্কা অবশিষ্ট না থাকে।

এই নজরই নজরবাজদেরকে নিয়ে যায় ব্যভিচারের দিকে। নজরই হল ব্যভিচারের প্রথম বুনিয়াদ ও ভূমিকা। এই ছোট্ট অঙ্গার টুকরা থেকেই সূত্রপাত হয় বিরাট অগ্নিকান্ডের। একবারের দর্শন দর্শকের শয়নে-স্বপনে-নিশি-জাগরণে তার স্মৃতিপটে ভেসে ভেসে ওঠে এবং শুরু হয় নানা কল্পনা, নানা আশা ও কামনা। আর দৃষ্টি ও চোখের ইশারার সাথে সাথে যদি একটু মুচকি মধুর হাসি থাকে, তাহলে ঐ হাসির ভিতরেই ফাঁসী। তারপরই সাক্ষাৎ ও সালাম। অতঃপর মনের কথা প্রকাশ এবং সময় ও স্থান নির্ধারণ। অতঃপর নৈতিকতার বিনাশ সাধন।

এমন অশ্লীলতাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্যই বীজ অবস্থাতেই তা নষ্ট করে ফেলতে আদেশ এল কুরআন মাজীদে। মহান আল্লাহ বলেন, "মু'মিন পুরুষদেরকে বল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ওরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। আর মু'মিনা নারীদেরকে বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে---।" *(সূরা নূর ৩০-৩১ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "চোখ দু'টিও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, (কাম-নজরে নারীর সৌন্দর্যের প্রতি) দৃষ্টিপাত করা। কান দু'টিও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, (যৌন-কথা) শ্রবণ করা। জিভও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, (যৌন-কথা) বলা। হাতও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, সকামে স্পর্শ করা। ব্যভিচার করে পা দু'টিও। আর তার ব্যভিচার হল, (যৌনক্রিয়ার উদ্দেশ্যে) হেঁটে যাওয়া।" *(মিশকাত ৮-৬ নং)*

হে নবীন তরুণ বন্ধু আমার! সদা-সর্বদা এ কথা মনে রেখো যে, মহান প্রতিপালক সর্বদা তোমার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি প্রত্যেক বান্দার সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। "চক্ষুর চোরা চাহনি এবং অন্তরের গোপন কথা তিনি জানেন।" *(সূরা মু'মিন ১৯ আয়াত)*

তিনি বলেন, "আর অবশ্যই আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তরে নিভৃত কুচিন্তা সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। স্মরণ রেখো, দুই ফিরিশ্তা তার ডান ও বামে বসে তার কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করে থাকে।" *(সূরা ক্বাফ ১৬-১৭ আয়াত)*

মনে রেখো বন্ধু! যে চোরা চক্ষু দ্বারা তুমি অবৈধ মহিলার রূপ দর্শন-তৃপ্তি উপভোগ করবে, সেই চক্ষু কাল কিয়ামতে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষি দেবে। মহান আল্লাহ বলেন, "পরিশেষে যখন ওরা দোযখের নিকটে পৌঁছবে তখন ওদের চোখ, কান ও দেহের চামড়া ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে।" *(সূরা ফুস্সিলাত ২০ আয়াত)* আর ভুলে যেও না যে, "নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় -ওদের প্রত্যেকের নিকট (বিচার-দিবসে) কৈফিয়ত তলব করা হবে।" *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

তুমি কি চাও না পরিত্রাণ ও আল্লাহর ভালোবাসা? মহান আল্লাহ বলেন, "যখন আমি আমার বান্দাকে ভালোবাসতে শুরু করি, তখন আমি তার শোনার কান, দেখার চোখ, ধরার হাত হয়ে যাই -----।" *(বুখারী)* অর্থাৎ, যদি তোমার মাঝে আল্লাহর ভালোবাসা আনতে চাও, তাহলে তোমাকে তোমার চোখ দ্বারা কেবল সেই জিনিস দেখা উচিত, যা দেখলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আর সে জিনিস মোটেই দেখা উচিত নয়, যা দেখলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। প্রিয় বন্ধুর ইচ্ছা অনুযায়ী না চললে কি বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা থাকে?

ছল চাহনির বন্ধু আমার! যদিও মনে কর যে, 'দিল্ হ্যায় কে মান্তা নেহী' তবুও তুমি তোমার মনের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। দৃষ্টিকে সংযত রাখার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাও। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথে সর্বপ্রকার সাধনা ও সংগ্রাম কর। সমস্যার সমাধানের পথ তিনি সহজ করে দেবেন। তিনি বলেন, "যারা আমার পথে সংগ্রাম (ও সাধনায় আত্মনিয়োগ) করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করি। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথের সাথী।" *(সূরা আনকাবূত ৬৯ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জিহাদ হল, নিজের মন ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ।" *(সহীহুল জামে' ১০৯৯ নং)*

কোন কিছুর উপর ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করলে আল্লাহ ধৈর্য ধরার তওফীক দিয়ে থাকেন। পীড়িত হৃদয়ে সবর দান করে থাকেন। *(বুখারী)* সুতরাং মনের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে ধৈর্যের সাথে দৃষ্টি সংযত রাখতে অভ্যাসী হও। পবিত্রতার পথ তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

চঞ্চল-মনা বন্ধু আমার! এমন জায়গায় বসো না, যে জায়গায় বসলে তোমার নজর নিয়ন্ত্রণে রাখতে কষ্ট হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "খবরদার! তোমরা রাস্তার ধারে বসো না। আর একান্তই যদি বসতেই হয়, তাহলে তার হক আদায় করো।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'রাস্তার হক কি? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করা (এবং পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেওয়া)।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ২৬৭৫ নং)*

অনুরূপ বাড়ির ছাদে বা এমন উঁচু জায়গায় বসতেও নিষেধ করেছেন আমাদের আদর্শ নবী মুহাম্মাদ ﷺ। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/১৪-১৫)*

এই আদেশ ছিল সেই যুগের; যে যুগের মহিলাদের কোন গোপনীয় অঙ্গ -এমন কি চেহারা পর্যন্ত দেখা যেত না। যারা পথে চলার সময় নিজেদেরকে প্রদর্শন করার বা পর-পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মনোভাব রাখত না। রাস্তার এক ধার ঘেসে এমনভাবে চলত যে, দেখে মনে হত, তারা দেয়ালের সাথে মিশে যাচ্ছে! পরন্তু উক্ত আদেশ ছিল সেই যুবক ও পুরুষদের জন্য, যাঁরা ছিলেন প্রকৃত আলোকপ্রাপ্ত আল্লাহ-ভীরু মানুষ। যাঁরা পথের ধারে বা কোন উঁচু জায়গায় বসে বসে মহিলা দেখবেন, এমন কথা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। সুতরাং আমাদের এই বর্তমান নগ্নতা ও ঈমান-দুর্বলতার যুগে সে আদেশ কত বড় গুরুত্ব রাখতে পারে, তা অনুমেয়। যে যুগের 'লারে-লাপ্পা' মার্কা যুবতী, 'টোঁ-টোঁ' কোম্পানী মহিলা এবং বেসামাল নগ্ন পোশাকে নিজেদেরকে প্রদর্শন করে যুবককে আকর্ষণকারিণী তরুণীদল রাস্তায়-রাস্তায় বিনা বাধায় বুক ফুলিয়ে ও আংশিক খুলে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়, যারা নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও আধুনিক ডিজাইনের কুরুচিসম্পন্ন পোশাক, প্রসাধন ও সাজ-সজ্জায় বিজাতীয় মহিলাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা করে এবং যাদের হৃদয়ে না আছে আল্লাহর ভয়, আর না-ই আছে কোন প্রকার সম্ভ্রম ও লজ্জা।

সুতরাং 'হাগনদারীর লাজ না থাকলেও দেখনদারীর লাজ' থাকা উচিত। বেপর্দার লাজ না থাকলে তোমার থাকা উচিত।

পরিশেষে বলে রাখি যে, যেমন কোন মহিলার প্রতি কাম-নজরে তাকানো অবৈধ, ঠিক তেমনি অবৈধ কোন সুদর্শন কিশোরের প্রতিও। আর যা দেখা হারাম, তার ছবিও দেখা হারাম। *(মুহার্রামাত ৪১পৃঃ দ্রঃ)* পক্ষান্তরে "যে ঘরে (কোন প্রাণীর) ছবি বা মূর্তি থাকে, সে ঘরে ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না।" *(বুখারী, মুসলিম, সহীহুল জামে' ১৫৯৩ নং)*


**মাদ্রাসা নববিয়া পিচকুরি থেকে প্রচারিত**

এ মাদ্রাসা আপনার দুআ, দান ও পরামর্শের একান্ত মুখাপেক্ষী।

জেলাঃ বর্ধমান, (পঃ বঃ) পিনঃ ৭১৩১২৮, ☎০৩৪৫২-২৫০-২২৫